নীতি কথা,

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NÍTI KATHÁ,

OR

FABLES,

IN THE BENGÁLI LANGUAGE.

FIRST PART.

CALCUTTA:

THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,

AND AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1861.

R
124
106

Digitized by Google

...OTHÈQUE S.J.
Les Fontaines
...0 - CHANTILLY

Digitized by Google

R124/106

নীতি কথা,

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NÍTI KATHÁ,

OR

BIBLIOTHÈQUE S.J.
Les Fontaines
60 - CHANTILLY

FABLES,

IN THE BENGÁLÍ LANGUAGE.

FIRST PART.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,

AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1861.

Digitized by Google

1st	ed.	500 copies.
2d		1000
3d		4000
4th		2000
5th		5000
6th		2000
7th		2000
8th		2000
9th		2000
10th		3000
11th		6000
12th		6000
13th		8000
14th		10000
15th		3000

Digitized by Google

En un certain temps un daim, par peur des chasseurs ayant fui dans une grotte accès fit puis un Lion là l'ayant saisi tuerie fit. Lui ci dans au temps de mort commença à dire: hélas hélas de moi quelle (difficulté ardue) fut: moi des mains de l'homme ayant fui avec celui-là d'un plus violent autre ennemi dans les mains je tombai

خصہای اخلاقنما

নীতি কথা।

nīti kathā

প্রথম ভাগ।

prathama bhāg

১ নীতি কথা। মৃগ ও সিংহ।

mṛig o siṅgha

কোন সময়ে এক মৃগ ব্যাধের ভয়ে পলাইয়া এক গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ করিল। পরে এক সিংহ সেখানে তাহাকে ধরিয়া বধ করিল।

তাহাতে ঐ মৃগ মরণকালে কহিতে লাগিল,

হায় হায় আমার কি দুর্ঘটনা হইল, আমি মনুষ্যের হাতহইতে পলাইয়া তাহাহইতে অধিক প্রবল আর এক শত্রুর হাতে পড়িলাম।

ইহার তাৎপর্য্য এই। সাবধান হইয়া না চলিলে এমন ঘটিয়া উঠে, যে মনুষ্য এক আপদহইতে পলাইয়া তাহাহইতে অধিক ভয়ানক অন্য আপদে পড়ে।

Digitized by Google

২। খরগোশ ও বাঘিনী।

একটী খরগোশ কোন বাঘিনীর নিকটে গিয়া কহিল, ও বাঘিনি শুন, প্রতি বৎসর তোমার অনেক বাচ্চা হয়, কিন্তু আমার জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত একটী সন্তানের অধিক জন্মে না। তাহাতে বাঘিনী কহিল, আমার যে এক সন্তান হয়, সে তোমার অনেক সন্তানহইতে শ্রেষ্ঠ।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অনেক অধম সন্তান অপেক্ষা এক উত্তম পুত্র ভাল।

৩। স্ত্রী ও হংসী।

এক স্ত্রী একটী হংসী পোষিত; সেই হংসী প্রতিদিন রূপার এক এক ডিম্ব প্রসব করিত। পরে সে স্ত্রী মনে মনে কহিল, আমি যদি ইহার আহার বাড়াইয়া দিই, তবে প্রতিদিন দুই দুই ডিম্ব পাড়িতে পারিবে। এই আশয়ে সে তাহাকে পূর্ব্বহইতে অধিক আহার

Digitized by Google

দিতে লাগিল; কিন্তু যথেষ্ট ভোজনের দ্বারা হংসী পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্য অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাতে আপনার পূর্ব্ব পুঁজি সুদ্ধ নষ্ট করে।

৪। মশা ও বৃষ।

একটা মশা এক ষাঁড়ের শৃঙ্গের উপর বসিয়া, অহঙ্কার পূর্ব্বক আপনাকে ভারি জ্ঞান করিয়া ষাঁড়কে কহিল, ওহে ষাঁড়, আমার বসাতে যদি তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল, আমি স্থানান্তরে উড়িয়া যাই। এই কথা শুনিয়া বৃষ বলিল, ওহে মশা, তুমি যে আমার উপর বসিয়াছ, তাহা আমি টেরও পাই না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। যে ব্যক্তি আপন খ্যাতি ও প্রতাপের অভিমান করে, সে শীঘ্র লজ্জা পায়।

৫। মনুষ্য ও মৃত্যু।

এক মনুষ্য কাষ্ঠের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ভার পূর্ব্বক অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বোঝা

ফেলিয়া দিল, আর আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিল। ইহাতে মৃত্যু তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি আমাকে কি জন্যে ডাকিলা, তাহা বলহ। এই কথা শুনিয়া মনুষ্য বলিল, এই বোঝা আমার মস্তকে তুলিয়া দিবার জন্যে তোমাকে ডাকিয়াছি।

ইহার তাৎপর্য্য এই। পৃথিবীর মধ্যে সকলেই বাঁচিতে ইচ্ছা করে। দেখ, জরাগ্রস্ত ও দুঃখী হইলেও প্রায় কেহ মৃত্যু চাহে না।

৬। কচ্ছপ ও খরগোশ।

কোন সময়ে এক কচ্ছপ ও খরগোশ এই দুইজন এক পর্ব্বত শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, আইস, আমাদের মধ্যে কে আগে পৌঁছিতে পারে, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিল। তাহাতে খরগোশ আপন ক্ষীণতা ও লঘুতা ও দ্রুতগতি হেতুক অহঙ্কারী হইয়া পথের মধ্যে নিদ্রা গেল; কিন্তু কচ্ছপ আপন গুরুতা ও

Digitized by Google

মন্দগতি প্রযুক্ত ভয় করিয়া চলিতে বিরাম না করিয়া অগ্রে পর্ব্বতে উত্তরিল। পরে খরগোশ জাগিয়া দেখিল কচ্ছপ আগে গিয়াছে, ইহাতে বড় লজ্জিত হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বলবান আর দুর্ব্বলেতে যুদ্ধ হইলে বলবানের অসাবধান হওয়া অতি অকর্ত্তব্য কেননা এমনও ঘটিতে পারে যে সবলের তাচ্ছল্য ও আলস্য প্রযুক্ত বলহীন জয়ী হয়।

৭। কণ্টক বৃক্ষ।

এক কণ্টক বৃক্ষ এক জন মালিকে কহিল, যদি কেহ আমাকে যত্ন করিয়া বাগানের মধ্যে রোপণ করে, এবং প্রতিদিন আমার মূলে জল সেচন করে, তবে রাজারাও অবশ্য আমার ফুল ও ফল দেখিতে প্রয়াস করিবেন। ইহাতে ঐ মালী তাহাকে লইয়া বাগানের এক সতেজ স্থানে রোপণ করিয়া প্রতিদিন দুই বার জল দিতে লাগিল। এই রূপ করাতে তাহার কাঁটা সকল বাড়িয়া শক্ত হইল, আর যে

সকল বৃক্ষ তাহার চারি দিগে ছিল, সে সকলের উপর পর্য্যন্ত ডাল পালা বাড়িলে ঐ সমুদায় বৃক্ষ নষ্ট হইল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহার শিকড় বৃদ্ধি হইয়া সমুদয় বাগান বেড়িলে কাঁটার নিমিত্তে কেহ তাহার নিকটে যাইতেও পারিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। দুষ্টকে আশ্রয় দিয়া যত তাহার সমাদর করা যায়, ততই তাহার দুষ্টতা ও দৌরাত্ম্য বাড়ে; এবং যত তাহার উপকার করা যায়, সে ততই অপকার করে।

৮। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ।

এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চূণ লইয়া গায় মাখিতেছিল; তাহাতে কোন ব্যক্তি তাহাকে কহিল, ওহে, তুমি কেন গাত্রে চূণ লেপন করিতেছ? ইহা শুনিয়া সে উত্তর করিল, গৌরবর্ণ হইবার জন্যে। পরে ঐ ব্যক্তি কহিল, ওহে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তুমি আপন শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিও না, কেননা তোমার

শরীর চূণকে কাল করিতে পারে, কিন্তু চূণ তোমার কৃষ্ণবর্ণ ঘুচাইতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মন্দ ভালকে মন্দ করিতে পারে, কিন্তু মন্দকে ভাল করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

৯। সিংহ ও দুই বলদ।

কোন সময়ে এক সিংহ দুই বলদকে মারিতে তাহাদের পুতি ধাইল; তাহাতে সেই দুই বলদ একত্র হইয়া সিংহকে আপনাদিগের মধ্যে আসিতে না দিয়া শৃঙ্গের গুঁতা মারিতে লাগিল। পরে সিংহ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কহিল, ওহে বলদেরা, তোমরা যদি স্বতন্ত্র হও, তবে আমি কাহারও কিছু ক্ষতি করিব না। পরে এই কথায় প্রত্যয় করিয়া দুই বলদ ভিন্ন ভিন্ন হইলে সিংহ উভয়কেই নষ্ট করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্য সকলে যাবৎ একবাক্যতায় থাকে, তাবৎ তাহাদিগের উপর কেহ শত্রুতা করিয়া প্রবল হইতে পারে না, কিন্তু অনৈক্য হইলেই সকলে নষ্ট হয়।

OTHÈQUE S. J.
Les Fontaines
60 - CHANTILLY

R124/106

নীতি কথা,

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NÍTI KATHÁ,

OR

BIBLIOTHÈQUE S.J.
Les Fontaines
60 - CHANTILLY

FABLES,

IN THE BENGÁLÍ LANGUAGE.

FIRST PART.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,

AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1861.

1st	ed.	500 copies.
2d		1000
3d		4000
4th		2000
5th		5000
6th		2000
7th		2000
8th		2000
9th		2000
10th		3000
11th		6000
12th		6000
13th		8000
14th		10000
15th		3000

En un certain temps un daim, bon pour les chasseurs ayant fui dans une grotte accès fut
suivi un lion là l'ayant saisi tuer fit. Lorsque a atteint au temps de mort.
commença à dire : hélas hélas de moi quelle (difficulté arrive) fut ; moi les mains
de l'homme ayant fuir au celui-là d'un plus violent autre étrangé dans les mains
je tombai

حصہ اخلاقیہ

নীতি কথা।

niti Kathā

প্রথম ভাগ।

prathama bhāg

১ নীতি কথা। মৃগ ও সিংহ।

niti o singho

কোন সময়ে এক মৃগ ব্যাধের ভয়ে পলা-
ইয়া এক গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ করিল। পরে
এক সিংহ সেখানে তাহাকে ধরিয়া বধ করিল।
তাহাতে ঐ মৃগ মরণকালে কহিতে লাগিল,
হায় হায় আমার কি দুর্ঘটনা হইল, আমি
মনুষ্যের হাতহইতে পলাইয়া তাহাহইতে
অধিক প্রবল আর এক শত্রুর হাতে পড়িলাম।
ইহার তাৎপর্য্য এই। সাবধান হইয়া না চলিলে এমন ঘটিয়া
উঠে, যে মনুষ্য এক আপদহইতে পলাইয়া তাহাহইতে অধিক
ভয়ানক অন্য আপদে পড়ে।

২। খরগোশ ও বাঘিনী।

একটী খরগোশ কোন বাঘিনীর নিকটে গিয়া কহিল, ও বাঘিনি শুন, প্রতি বৎসর আমার অনেক বাচ্চা হয়, কিন্তু তোমার জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত একটী সন্তানের অধিক জন্মে না। তাহাতে বাঘিনী কহিল, আমার যে এক সন্তান হয়, সে তোমার অনেক সন্তানহইতে শ্রেষ্ঠ।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অনেক অধম সন্তান অপেক্ষা এক উত্তম পুত্র ভাল।

৩। স্ত্রী ও হংসী।

এক স্ত্রী একটী হংসী পোষিত; সেই হংসী প্রতিদিন রূপার এক এক ডিম্ব প্রসব করিত। পরে সে স্ত্রী মনে মনে কহিল, আমি যদি ইহার আহার বাড়াইয়া দিই, তবে প্রতিদিন দুই দুই ডিম্ব পাড়িতে পারিবে। এই আশয়ে সে তাহাকে পূর্ব্বহইতে অধিক আহার

দিতে লাগিল; কিন্তু যথেষ্ট ভোজনের দ্বারা হংসী পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্য অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাতে আপনার পূর্ব্ব পুঁজি সুদ্ধ নষ্ট করে।

৪। মশা ও বৃষ।

একটা মশা এক ষাঁড়ের শৃঙ্গের উপর বসিয়া অহঙ্কার পূর্ব্বক আপনাকে ভারি জ্ঞান করিয়া ষাঁড়কে কহিল, ওহে ষাঁড়, আমার বসাতে যদি তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল, আমি স্থানান্তরে উড়িয়া যাই। এই কথা শুনিয়া বৃষ বলিল, ওহে মশা, তুমি যে আমার উপর বসিয়াছ, তাহা আমি টেরও পাই না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। যে ব্যক্তি আপন খ্যাতি ও প্রতাপের অভিমান করে, সে শীঘ্র লজ্জা পায়।

৫। মনুষ্য ও মৃত্যু।

এক মনুষ্য কাষ্ঠের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ভার পূর্ণ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বোঝা

ফেলিয়া দিল, আর আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিল। ইহাতে মৃত্যু তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি আমাকে কি জন্যে ডাকিলা, তাহা বলহ। এই কথা শুনিয়া মনুষ্য বলিল, এই বোঝা আমার মস্তকে তুলিয়া দিবার জন্যে তোমাকে ডাকিয়াছি।

ইহার তাৎপর্য্য এই। পৃথিবীর মধ্যে সকলেই বাঁচিতে ইচ্ছা করে। দেখ, জরাগ্রস্ত ও দুঃখী হইলেও প্রায় কেহ মৃত্যু চাহে না।

৬। কচ্ছপ ও খরগোশ।

কোন সময়ে এক কচ্ছপ ও খরগোশ এই দুইজন এক পর্বত শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, আইস, আমাদের মধ্যে কে আগে পৌঁছিতে পারে, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিল। তাহাতে খরগোশ আপন ক্ষীণতা ও লঘুতা ও দ্রুতগতি হেতুক অহঙ্কারী হইয়া পথের মধ্যে নিদ্রা গেল; কিন্তু কচ্ছপ আপন গুরুতা ও

মন্দগতি প্রযুক্ত ভয় করিয়া চলিতে বিরাম না করিয়া অগ্রে পর্ব্বতে উত্তরিল। পরে খরগোশ জাগিয়া দেখিল কচ্ছপ আগে গিয়াছে, ইহাতে বড় লজ্জিত হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বলবান্ আর দুর্ব্বলেতে যুদ্ধ হইলে বলবানের অসাবধান হওয়া অতি অকর্ত্তব্য, কেননা এমনও ঘটিতে পারে যে সবলের তাচ্ছল্য ও আলস্য প্রযুক্ত বলহীন জয়ী হয়।

৭। কণ্টক বৃক্ষ।

এক কণ্টক বৃক্ষ এক জন মালিকে কহিল, যদি কেহ আমাকে যত্ন করিয়া বাগানের মধ্যে রোপণ করে, এবং প্রতিদিন আমার মূলে জল সেচন করে, তবে রাজারাও অবশ্য আমার ফুল ও ফল দেখিতে প্রয়াস করিবেন। ইহাতে ঐ মালী তাহাকে লইয়া বাগানের এক সতেজ স্থানে রোপণ করিয়া প্রতিদিন দুই বার জল দিতে লাগিল। এই রূপ করাতে তাহার কাঁটা সকল বাড়িয়া শক্ত হইল, আর যে

সকল বৃক্ষ তাহার চারি দিগে ছিল, সে সকলের উপর পর্য্যন্ত ডাল পালা বাড়িলে ঐ সমুদায় বৃক্ষ নষ্ট হইল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহার শিকড় বৃদ্ধি হইয়া সমুদয় বাগান বেড়িলে কাঁটার নিমিত্তে কেহ তাহার নিকটে যাইতেও পারিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। দুষ্টকে আশ্রয় দিয়া যত তাহার সমাদর করা যায়, ততই তাহার দুষ্টতা ও দৌরাত্ম্য বাড়ে; এবং যত তাহার উপকার করা যায়, সে ততই অপকার করে।

৮। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ।

এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চূণ লইয়া গায় মাখিতেছিল; তাহাতে কোন ব্যক্তি তাহাকে কহিল, ওহে, তুমি কেন গাত্রে চূণ লেপন করিতেছ? ইহা শুনিয়া সে উত্তর করিল, গৌরবর্ণ হইবার জন্যে। পরে ঐ ব্যক্তি কহিল, ওহে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তুমি আপন শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিও না, কেননা তোমার

শরীর চূণকে কাল করিতে পারে, কিন্তু চূণ তোমার কৃষ্ণবর্ণ ঘুচাইতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মন্দ ভালকে মন্দ করিতে পারে, কিন্তু মন্দকে ভাল করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

৯। সিংহ ও দুই বলদ।

কোন সময়ে এক সিংহ দুই বলদকে মারিতে তাহাদের পুতি ধাইল; তাহাতে সেই দুই বলদ একত্র হইয়া সিংহকে আপনাদিগের মধ্যে আসিতে না দিয়া শৃঙ্গের গুঁতা মারিতে লাগিল। পরে সিংহ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কহিল, ওহে বলদেরা, তোমরা যদি স্বতন্ত্র হও, তবে আমি কাহারও কিছু ক্ষতি করিব না। পরে এই কথায় প্রত্যয় করিয়া দুই বলদ ভিন্ন ভিন্ন হইলে সিংহ উভয়কেই নষ্ট করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্য সকলে যাবৎ একবাক্যতায় থাকে, তাবৎ তাহাদিগের উপর কেহ শত্রুতা করিয়া প্রবল হইতে পারে না, কিন্তু অনৈক্য হইলেই সকলে নষ্ট হয়।

১০। দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ।

কোন কালে দীর্ঘশৃঙ্গ এক হরিণ তৃষ্ণাতুর হইয়া এক জলাশয়ে গিয়া জল পান করিল। পরে জলে আপনার পাদের ক্ষীণতা দেখিয়া বিমর্ষ হইল, কিন্তু শৃঙ্গের দীর্ঘতাতে আনন্দিত হইল। ইতিমধ্যে ব্যাধগণ উপস্থিত হইলে হরিণ প্রান্তরে পলাইয়া গেল; তাহাতে ব্যাধেরা তাহাকে ধরিতে পারিল না। পরে সে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে, দীর্ঘ শৃঙ্গ প্রযুক্ত বৃক্ষের শাখা ও লতাদিতে বদ্ধ হওয়াতে শীকারিরা তাহাকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিল। হরিণ মরণকালে খেদ করিয়া কহিল, হায় হায় আমি যে পাদকে হেয়জ্ঞানে করিয়াছিলাম সে আমাকে রক্ষা করিল, আর যে শৃঙ্গের বিষয়ে অহঙ্কারী ছিলাম সে আমাকে বধ করাইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বস্তুর সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তন্মূল্যের বিবেচনা করা উচিত।

১১। হরিণ।

কোন সময়ে এক হরিণ পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয় ও পরিবার পশুগণ তাহাকে দেখিতে আসিয়া চারি দিগে শুষ্ক ও সরস যত তৃণ পল্লব ছিল তাহা সমস্তই খাইল। পরে তাহার পীড়া শান্তি হইলে সে কিছু আহার করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু কিছুই খাদ্য পাইল না, তাহাতে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অবিবেচক বন্ধু থাকা অপেক্ষা বরং বন্ধু না থাকা ভাল।

১২। সিংহ ও বলদ।

কোন সময়ে এক সিংহ একটা বলদ শীকার করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু বলদের বলাধিক্য প্যুক্ত নিকটে যাইতে পারিল না। পরে ছলেতে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, ওহে বলদ, আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি;

অতএব আমার ইচ্ছা এই, যে অদ্য রাত্রিতে তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া ভোজন কর। পরে বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া সিংহের আলয়ে গমন করিল। কিন্তু সিংহ অনেক কাষ্ঠ ও বড় বড় হাড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে ইহা দেখিয়া বলদ ফিরিয়া চলিল। তাহাতে সিংহ কহিল, তুমি এখানে আসিয়া কেন ফিরিয়া যাও? এই কথাতে বলদ উত্তর করিল, আমি তোমার মনস্থ জানিলাম; তোমার ছার নিমিত্তে এতাদৃশ ঘটা সম্ভবে না, কিন্তু তাহাহইতে বড় আর কোন জন্তুর জন্যে তোমার আয়োজন বোধ হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই। হিংসুকের কথা সত্য জ্ঞান করা ও তাহার সহিত প্রীতি করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

১৩। সিংহ ও খেঁকশিয়ালী।

এক সিংহ বার্দ্ধক্য যুক্ত জরাগ্রস্ত হইয়া কোন জীবজন্তু শীকার করিতে পারিত না;

অতএব আপন আহারের নিমিত্তে ছল করিয়া পুতারণা পূর্ব্বক পীড়িতের ন্যায় হইয়া এক গর্ত্তের মধ্যে রহিল; কেননা তাহার এই মনস্থ ছিল, কোন জন্তু আমাকে দেখিতে আইলেই আমি তাহাকে এই গর্ত্তের মধ্যে ধরিয়া খাইব। পরে খেঁকশিয়ালী তাহার নিকটে গিয়া গর্ত্তের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, হে পশুরাজ, তুমি কেমন আছ? তাহাতে সিংহ বলিল, তুমি ভিতরে আইস না কেন? ইহা শুনিয়া উল্কামুখী কহিল, হে মহাশয়, আমি এখানে আসিয়া অনেকের প্রবেশ হওনের চিহ্ন দেখিলাম, কিন্তু কাহারও বাহির হওনের এক চিহ্নও দেখিলাম না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

১৪। সিংহ ও মনুষ্য।

কোন সময়ে পথের মধ্যে কোন সিংহের

সহিত এক মনুষ্যের সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের বল ও বিক্রমের বিষয়ে পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। সিংহ আপন বল ও প্রতাপের আধিক্য প্রযুক্ত আহ্লাদিত ছিল, ইতিমধ্যে এক সিংহের গলা টিপিয়া মারিতেছে এমত এক মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি ঐ মনুষ্য কোন দেওয়ালেতে চিত্র করিয়া হাসিতেছ ঐ সিংহকে দেখাইতে লাগিল। ইহাতে সিংহ কহিল, যদি সিংহ মনুষ্যের মত চিত্রকর হইত, তবে মনুষ্যকে সিংহের গলা টিপিতে দিত না, বরং এক সিংহ মনুষ্যের গলা টিপিত।

ইহার তাৎপর্য্য এই। গণাক্রান্ত সাক্ষিদ্বারা কেহ পার পাইতে পারে না।

১৫। মাকড়সা ও মৌমাছি।

কোন সময়ে একটা মাকড়সা এক মৌমাছিকে কহিল, যদি তুমি আমাকে আপন সহবর্ত্তী কর, তবে আমি তোমার মত মধু সঞ্চয় করিতে

পারি। এই কথা পুনঃপুনঃ কহনেতে মৌমাছি স্বীকার করিল। পরে মাকড়সা তাহার সঙ্গী হইয়া মধু আনিতে না পারিলে মৌমাছি তাহাকে হুল ফুটাইয়া মারিল। তাহাতে মাকড়সা মরণকালে আপনা আপনি খেদ করিয়া কহিল, হায় হায় যে কর্ম্ম করিবার আমার শক্তি নাই এমন কর্ম্ম কেন স্বীকার করিয়াছিলাম?

ইহার তাৎপর্য্য এই। যাহার যে কর্ম্ম করণের ক্ষমতা না থাকে, সে যদি আপনাকে অতি বিজ্ঞ জানাইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার কথা মিথ্যা ও অকৃতিত্ব প্রকাশ হয়, এবং সমুচিত ফলও হয়।

১৬। বালক।

কোন সময়ে এক বালক আপনহইতে নদীতে পড়িয়া সাঁতার না জানাতে ডুবু ডুবু হইল। এমন সময়ে পথ দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ঐ বালক প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে ডাকিল। তাহাতে সে নিকটে গিয়া বালককে জলে নামন হেতুক ভর্ৎসনা করিতে

২। খরগোশ ও বাঘিনী।

একটী খরগোশ কোন বাঘিনীর নিকটে গিয়া কহিল, ও বাঘিনি শুন, পুতি বৎসর আমার অনেক বাচ্চা হয়, কিন্তু তোমার জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত একটী সন্তানের অধিক জন্মে না। তাহাতে বাঘিনী কহিল, আমার যে এক সন্তান হয়, সে তোমার অনেক সন্তানহইতে শ্রেষ্ঠ।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অনেক অধম সন্তান অপেক্ষা এক উত্তম পুত্র ভাল।

৩। স্ত্রী ও হংসী।

এক স্ত্রী একটী হংসী পোষিত; সেই হংসী প্রতিদিন রূপার এক এক ডিম্ব প্রসব করিত। পরে সে স্ত্রী মনে মনে কহিল, আমি যদি ইহার আহার বাড়াইয়া দিই, তবে প্রতিদিন দুই দুই ডিম্ব পাড়িতে পারিবে। এই আশয়ে সে তাহাকে পূর্ব্বহইতে অধিক আহার

দিতে লাগিল; কিন্তু যথেষ্ট ভোজনের দ্বারা হংসী পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্য অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাতে আপনার পূর্ব্ব পুঁজি সুদ্ধ নষ্ট করে।

৪। মশা ও বৃষ।

একটা মশা এক ষাঁড়ের শৃঙ্গের উপর বসিয়া, অহঙ্কার পূর্ব্বক আপনাকে ভারি জ্ঞান করিয়া ষাঁড়কে কহিল, ওহে ষাঁড়, আমার বসাতে যদি তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল, আমি স্থানান্তরে উড়িয়া যাই। এই কথা শুনিয়া বৃষ বলিল, ওহে মশা, তুমি যে আমার উপর বসিয়াছ, তাহা আমি টেরও পাই না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। যে ব্যক্তি আপন খ্যাতি ও প্রতাপের অভিমান করে, সে শীঘ্র লজ্জা পায়।

৫। মনুষ্য ও মৃত্যু।

এক মনুষ্য কাষ্ঠের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ভার পূর্ব্বক অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বোঝা

ফেলিয়া দিল, আর আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিল। ইহাতে মৃত্যু তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি আমাকে কি জন্যে ডাকিলা, তাহা বলহ। এই কথা শুনিয়া মনুষ্য বলিল, এই বোঝা আমার মস্তকে তুলিয়া দিবার জন্যে তোমাকে ডাকিয়াছি।

ইহার তাৎপর্য্য এই। পৃথিবীর মধ্যে সকলেই বাঁচিতে ইচ্ছা করে। দেখ, জরাগ্রস্ত ও দুঃখী হইলেও প্রায় কেহ মৃত্যু চাহে না।

৬। কচ্ছপ ও খরগোশ।

কোন সময়ে এক কচ্ছপ ও খরগোশ এই দুই জন এক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, আইস, আমাদের মধ্যে কে আগে পৌঁছিতে পারে, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিল। তাহাতে খরগোশ আপন ক্ষীণতা ও লঘুতা ও দ্রুতগতি হেতুক অহঙ্কারী হইয়া পথের মধ্যে নিদ্রা গেল; কিন্তু কচ্ছপ আপন গুরুতা ও

মন্দগতি প্রযুক্ত ভয় করিয়া চলিতে বিরাম না করিয়া অগ্রে পর্ব্বতে উত্তরিল। পরে খরগোশ জাগিয়া দেখিল কচ্ছপ আগে গিয়াছে, ইহাতে বড় লজ্জিত হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বলবান আর দুর্ব্বলেতে যুদ্ধ হইলে বলবানের অসাবধান হওয়া অতি অকর্ত্তব্য কেননা এমনও ঘটিতে পারে যে সবলের তাচ্ছল্য ও আলস্য প্রযুক্ত দুর্ব্বল জয়ী হয়।

৭। কণ্টক বৃক্ষ।

এক কণ্টক বৃক্ষ এক জন মালিকে কহিল, যদি কেহ আমাকে যত্ন করিয়া বাগানের মধ্যে রোপণ করে, এবং প্রতিদিন আমার মূলে জল সেচন করে, তবে রাজারাও অবশ্য আমার ফুল ও ফল দেখিতে প্রয়াস করিবেন। ইহাতে ঐ মালী তাহাকে লইয়া বাগানের এক সতেজ স্থানে রোপণ করিয়া প্রতিদিন দুই বার জল দিতে লাগিল। এই রূপ করাতে তাহার কাঁটা সকল বাড়িয়া শক্ত হইল, আর যে

সকল বৃক্ষ তাহার চারি দিগে ছিল, সে সকলের উপর পর্য্যন্ত ডাল পালা বাড়িলে ঐ সমুদায় বৃক্ষ নষ্ট হইল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহার শিকড় বৃদ্ধি হইয়া সমুদয় বাগান বেড়িলে কাঁটার নিমিত্তে কেহ তাহার নিকটে যাইতেও পারিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। দুষ্টকে আশ্রয় দিয়া যত তাহার সমাদর করা যায়, ততই তাহার দুষ্টতা ও দৌরাত্ম্য বাড়ে; এবং যত তাহার উপকার করা যায়, সে ততই অপকার করে।

৮। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ।

এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চূণ লইয়া গায় মাখিতেছিল; তাহাতে কোন ব্যক্তি তাহাকে কহিল, ওহে, তুমি কেন গাত্রে চূণ লেপন করিতেছ? ইহা শুনিয়া সে উত্তর করিল, গৌরবর্ণ হইবার জন্যে। পরে ঐ ব্যক্তি কহিল, ওহে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তুমি আপন শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিও না, কেননা তোমার

শরীর চূণকে কাল করিতে পারে, কিন্তু চূণ তোমার কৃষ্ণবর্ণ ঘুচাইতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মন্দ ভালকে মন্দ করিতে পারে, কিন্তু মন্দকে ভাল করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

৯। সিংহ ও দুই বলদ।

কোন সময়ে এক সিংহ দুই বলদকে মারিতে তাহাদের প্রতি ধাইল; তাহাতে সেই দুই বলদ একত্র হইয়া সিংহকে আপনাদিগের মধ্যে আসিতে না দিয়া শৃঙ্গের গুঁতা মারিতে লাগিল। পরে সিংহ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কহিল, ওহে বলদেরা, তোমরা যদি স্বতন্ত্র হও, তবে আমি কাহারও কিছু ক্ষতি করিব না। পরে এই কথায় প্রত্যয় করিয়া দুই বলদ ভিন্ন ভিন্ন হইলে সিংহ উভয়কেই নষ্ট করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্য সকলে যাবৎ একবাক্যতায় থাকে, তাবৎ তাহাদিগের উপর কেহ শত্রুতা করিয়া প্রবল হইতে পারে না, কিন্তু অনৈক্য হইলেই সকলে নষ্ট হয়।

১০। দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ।

কোন কালে দীর্ঘশৃঙ্গ এক হরিণ তৃষ্ণাতুর হইয়া এক জলাশয়ে গিয়া জল পান করিল। পরে জলে আপনার পাদের ক্ষীণতা দেখিয়া বিমর্ষ হইল, কিন্তু শৃঙ্গের দীর্ঘতাতে আনন্দিত হইল। ইতিমধ্যে ব্যাধগণ উপস্থিত হইলে হরিণ প্রান্তরে পলাইয়া গেল; তাহাতে ব্যাধেরা তাহাকে ধরিতে পারিল না। পরে সে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে, দীর্ঘ শৃঙ্গ প্রযুক্ত বৃক্ষের শাখা ও লতাদিতে বদ্ধ হওয়াতে শীকারিরা তাহাকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিল। হরিণ মরণকালে খেদ করিয়া কহিল, হায় হায় আমি যে পাদকে হেয়জ্ঞানে করিয়াছিলাম সে আমাকে রক্ষা করিল, আর যে শৃঙ্গের বিষয়ে অহঙ্কারী ছিলাম সে আমাকে বধ করাইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বস্তুর সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তন্মূল্যের বিবেচনা করা উচিত।

১১। হরিণ।

কোন সময়ে এক হরিণ পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয় ও পরিবার পশুগণ তাহাকে দেখিতে আসিয়া চারি দিগে শুষ্ক ও সরস যত তৃণ পল্লব ছিল তাহা সমস্তই খাইল। পরে তাহার পীড়া শান্তি হইলে সে কিছু আহার করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু কিছুই খাদ্য পাইল না, তাহাতে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অবিবেচক বন্ধু থাকা অপেক্ষা বরং বন্ধু না থাকা ভাল।

১২। সিংহ ও বলদ।

কোন সময়ে এক সিংহ একটা বলদ শীকার করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু বলদের বলাধিক্য প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিল না। পরে ছলেতে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, ওহে বলদ, আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি;

অতএব আমার ইচ্ছা এই, যে অদ্য রাত্রিতে তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া ভোজন কর। পরে বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া সিংহের আলয়ে গমন করিল। কিন্তু সিংহ অনেক কাষ্ঠ ও বড় বড় হাড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে ইহা দেখিয়া বলদ ফিরিয়া চলিল। তাহাতে সিংহ কহিল, তুমি এখানে আসিয়া কেন ফিরিয়া যাও? এই কথাতে বলদ উত্তর করিল, আমি তোমার মনস্থ জানিলাম; তোড়ার ছার নিমিত্তে এতাদৃশ ঘটা সম্ভবে না, কিন্তু তাহাহইতে বড় আর কোন জন্তুর জন্যে তোমার আয়োজন বোধ হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই। হিংসুকের কথা সত্য জ্ঞান করা ও তাহার সহিত প্রীতি করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

১৩। সিংহ ও খেঁকশিয়ালী।

এক সিংহ বার্দ্ধক্য পুযুক্ত জরাগ্রস্ত হইয়া কোন জীবজন্তু শীকার করিতে পারিত না;

অতএব আপন আহারের নিমিত্তে ছল করিয়া পুতারণা পূর্ব্বক পীড়িতের ন্যায় হইয়া এক গর্ত্তের মধ্যে রহিল; কেননা তাহার এই মনস্থ ছিল, কোন জন্তু আমাকে দেখিতে আইলেই আমি তাহাকে এই গর্ত্তের মধ্যে ধরিয়া খাইব। পরে খেঁকশিয়ালী তাহার নিকটে গিয়া গর্ত্তের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, হে পশুরাজ, তুমি কেমন আছ? তাহাতে সিংহ বলিল, তুমি ভিতরে আইস না কেন? ইহা শুনিয়া উল্কামুখী কহিল, হে মহাশয়, আমি এখানে আসিয়া অনেকের প্রবেশ হওনের চিহ্ন দেখিলাম, কিন্তু কাহারও বাহির হওনের এক চিহ্নও দেখিলাম না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

১৪। সিংহ ও মনুষ্য।

কোন সময়ে পথের মধ্যে কোন সিংহের

সহিত এক মনুষ্যের সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের বল ও বিক্রমের বিষয়ে পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। সিংহ আপন বল ও প্রতাপের আধিক্য প্রযুক্ত আহাদিত ছিল, ইতিমধ্যে এক সিংহের গলা টিপিয়া মারিতেছে এমত এক মনুষ্যের পুতিমূর্ত্তি ঐ মনুষ্য কোন দেওয়ালেতে চিত্র করিয়া হাসিতেছ ঐ সিংহকে দেখাইতে লাগিল। ইহাতে সিংহ কহিল, যদি সিংহ মনুষ্যের মত চিত্রকর হইত, তবে মনুষ্যকে সিংহের গলা টিপিতে দিত না, বরং এক সিংহ মনুষ্যের গলা টিপিত।

ইহার তাৎপর্য্য এই। গণাক্রান্ত সাক্ষিদ্বারা কেহ পার পাইতে পারে না।

১৫। মাকড়সা ও মৌমাছি।

কোন সময়ে একটা মাকড়সা এক মৌমাছিকে কহিল, যদি তুমি আমাকে আপন সহবর্ত্তী কর, তবে আমি তোমার মত মধু সঞ্চয় করিতে

পারি। এই কথা পুনঃপুনঃ কহনেতে মৌমাছি স্বীকার করিল। পরে মাকড়সা তাহার সঙ্গী হইয়া মধু আনিতে না পারিলে মৌমাছি তাহাকে হুল ফুটাইয়া মারিল। তাহাতে মাকড়সা মরণকালে আপনা আপনি খেদ করিয়া কহিল, হায় হায় যে কর্ম্ম করিবার আমার শক্তি নাই এমন কর্ম্ম কেন স্বীকার করিয়াছিলাম?

ইহার তাৎপর্য্য এই। যাহার যে কর্ম্ম করণের ক্ষমতা না থাকে, সে যদি আপনাকে অতি বিজ্ঞ জানাইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার কথা মিথ্যা ও অকৃতিত্ব প্রকাশ হয়, এবং সমুচিত ফলও হয়।

১৬। বালক।

কোন সময়ে এক বালক আপনহইতে নদীতে পড়িয়া সাঁতার না জানাতে ডুবু ডুবু হইল। এমন সময়ে পথ দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ঐ বালক প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে ডাকিল। তাহাতে সে নিকটে গিয়া বালককে জলে নামন হেতুক ভর্ৎসনা করিতে

লাগিলে বালক কহিল, ওহে, প্রথমতঃ আমাকে বাঁচাও, পশ্চাৎ ভৎর্সনা করিও।

ইহার তাৎপর্য্য এই। তোমার কোন আত্মীয় আপদে পড়িলে তাহাকে সে আপদহইতে আগে মুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ভৎর্সনা করা উপযুক্ত।

১৭। কুকুর ও খেঁকশিয়ালী।

কোন সময়ে এক কুকুর কোন স্থানে এক খান বাঘের চর্ম্ম দেখিয়া নিকটে গিয়া দন্তদ্বারা কাটিতে লাগিল। পরে এক খেঁকশিয়ালী ইহা দেখিয়া কুকুরকে কহিল, যদি এ ব্যাঘ্র সজীব থাকিত তবে তোমার দন্ত হইতেও তাহার হাতের নখ বড় দেখিতে পাইতা।

ইহার তাৎপর্য্য এই। শক্তিমান ব্যক্তির বিপদকালে তাহাকে আক্রমণ করাতে ক্ষুদ্রের বীরত্ব প্রকাশ হয় না।

১৮। উদর ও অঙ্গ।

উদর ও অঙ্গ এই দুইয়ের মধ্যে শরীরের বহন ও রক্ষার বিষয়ে বিবাদ হইলে অঙ্গ

কহিল, আমি আপন শক্তিদ্বারা শরীরকে বহন করি। কিন্তু উদর উত্তর করিল, যদি আমি কিছু আহার না করি, তবে তুমি কিছু বহিতে পার না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। কোন কেহ কাহাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিবে না, কেননা সকলেই পরস্পর উপকৃত হইতে পারে।

১৯। সূর্য্য ও পবন।

সূর্য্য ও পবনেতে এই পণ হইল, আইস দেখি আমাদিগের মধ্যে কে মনুষ্যকে বস্ত্র ত্যাগ করাইতে পারে। তাহাতে বায়ু অতিশয় বেগে বহিতে লাগিলে মনুষ্য তাহাহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আপন বস্ত্র শরীরে জড়াইল। পরে মেঘ সকল উড়িয়া গেলে সূর্য্যের তেজঃ প্রচণ্ডরূপে উদিত হইল; তাহাতে মনুষ্য অত্যন্ত গ্রীষ্ম পায়ুক্ত আপন বস্ত্র বোঝা জ্ঞান করিয়া শরীরহইতে খুলিয়া ফেলিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। চঞ্চল বলবানহইতেও সুস্থির ব্যক্তির অভিপ্রায় অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

২০। দুই ককুড়া।

দুই কুকুড়া কোন দ্রব্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলে একটা জয়ী হইল, আর একটা অন্য স্থানে পলাইয়া গেল। পরে যে জিনিয়াছিল সে এক বড় উচ্চ পালার উপরে বসিয়া আহ্লাদে পাখা ঝট্‌কাইতে ও ডাকিতে ও অহঙ্কার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক কুকুর তাহাকে দেখিয়া ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা পায়।

২১। কএক নেকড়িয়া বাঘ।

কএক নেকড়িয়া বাঘ এক গর্ত্তে গোচর্ম্ম দেখিয়া তাহা খাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ ছিল, আর চামড়াও ধারের নিকটে ছিল না। তাহাতে তাহারা ঐক্য হইয়া এই পরামর্শ করিল, আইস আমরা সকলে আগে সমস্ত জল পান করিয়া গর্ত্ত শুষ্ক করি, পরে চর্ম্ম লইয়া খাইব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা

উদর পূর্ণ হওন পর্য্যন্ত জল খাইল; কিন্তু অধিক জল পান করাতে সকলে পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল; সুতরাং চামড়া খাইতে পাইল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শ নিষ্ফল।

২২। খেঁকশিয়ালী ও হাড়গিলা।

খেঁকশিয়ালী যদ্যপিও কৌতুকাপেক্ষা প্রায় চাতুরীতেই অধিক রত, তথাপি এক বার ইহা দৃঢ় মনস্থ করিল, আমি আপন পুতিবাসি হাড়গিলার সহিত পরিহাস করিব। অতএব বড় আড়ম্বর করিয়া তাহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। পরে সে নানা পকার ঝোল চৌড়া অথচ চেটকা থালাতে রাখিলে হাড়গিলা ভোজনস্থানে আসিয়া কেবল ঠোঁটের অগ্রভাগ ডুবাইতে পারিল, কিন্তু কৃত-সাধ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে খেঁকশিয়ালী অতি শীঘ্র চাটিয়া

খাইতেছিল, আর খাও না, খাও না এই কথা বলিয়া আপন নিমন্ত্রিত হাড়গিলাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার এ সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য তোমাকে কেমন লাগে? কিন্তু খেঁকশিয়ালী কেবল রহস্য করিতেছে, হাড়গিলা ইহা বুঝিয়া তাহার কথায় কিছু মনোযোগ করিল না, বরং কহিল, তোমার সমস্ত খাদ্যসামগ্রী আমাকে বড় ভাল লাগিল। পরে বিদায় কালে হাড়গিলা খেঁকশিয়ালীকে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার জন্যে এমন দৃঢ় করিয়া ধরিল, যে সে কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারিল না।

পরে সেই নিয়মিত দিনে খেঁকশিয়ালী আপন কথা ক্রমে তাহার বাটীতে গেলে পর যখন খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত হইল, তখন সে আপনার বড় লঘুতা দেখিল; কারণ হাড়গিলা সরু অথচ গলালম্বা এমন ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল খাদ্য সামগ্রীর স্বাদগ্রহণ করিতে তাহার সাধ্য ছিল না,

ইহাতে কেবল বুভুক্ষু হইয়া রহিল; কিন্তু হাড়গিলা আপন লম্বা ঠোঁট ঘটের মধ্যে দিয়া উদর পরিপূর্ণ করিল। পরে খেঁকশিয়ালী এক চামসের উপর পীঠে যে কিছু ঝোল পড়িয়াছিল তাহা বড়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক চাটিতে লাগিল। এই কালে হাড়গিলা তাহার দিগে ফিরিয়া চাহিয়া মুখ মুচকিয়া কহিল, তোমার ক্ষুধা বিলক্ষণ আছে ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমি যেমন সে দিবস তোমার নিমন্ত্রণে খাইয়াছি, তুমিও তেমনি প্রসন্ন হইয়া খাও, এই আমার বাসনা। খেঁকশিয়ালী এই কথা শুনিয়া মাথা হেঁট করিল এবং বড় অসন্তুষ্ট হইল; ইহাতে হাড়গিলা কহিল, এ বিষয়ে বিরক্ত হইও না; কেননা যাহারা রহস্য সহিতে না পারে, তাহাদিগের কাহারও সহিত পরিহাস করা উচিত নহে।

ইহার তাৎপর্য্য এই। কাহারও সহিত কৌতুক করিতে গেলে সে ফিরে গদ্য করিলে তাহা আমরা সহিতে পারিব কি না, তাহা পূর্ব্বেই আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

২৩। বালকগণ ও বেঙ্গদিগের কথা।

এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল। তাহার ধারে কতকগুলিন বালক হঠাৎ খাপরা খেলা খেলিতে লাগিল, আর জলে একজাই খাপরা বৃষ্টি করিল; ইহাতে ক্ষীণ ও ভীত বেঙ্গদের বড় দুঃখ হইল। শেষে সকল-হইতে সাহসি এক বেঙ্গ বিলহইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, হে প্রিয় বালকেরা, তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর সভাব শিক্ষহ? তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, এ তোমাদিগের খেলা বটে, কিন্তু আমাদিগের মৃত্যু।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অন্যের কুশল ও সুখ বিনাশেতে আমাদিগের যে আহ্লাদ করা তাহা অতি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা।

২৪। এক গোরক্ষক ও কৃষক লোক।

কোন মাঠের মধ্যে এক রাখাল গোচারণ করিতে করিতে কখন কখন পরিহাসক্রমে

মিথ্যা চীৎকার শব্দ করিয়া কহিত, হে কৃষক লোক, আমার গোরুর মধ্যে একটা ব্যাঘ্র আসিয়াছে, তোমরা আসিয়া রক্ষা কর; তাহাতে চাসা লোক রাখালের এই শব্দ শুনিয়া লগুড় ও আর আর অস্ত্র লইয়া ব্যাঘ্র মারিতে যাইয়া বাঘ নাই, রাখাল পুতারণা করিতেছে, ইহা দেখিত। এই রূপ রাখালের মিথ্যা পরিহাসে কৃষক লোক অপস্তুত ও পরাঙ্মুখ হইয়া যাইত। পরে এক দিন বাস্তবিক একটা ব্যাঘ্র গোরুর পালের মধ্যে আইল; ইহাতে রাখাল পূর্ব্বমত উচ্চৈঃস্বরে কৃষক লোককে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কৃষকেরা বিবেচনা করিল, রাখাল আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, সুতরাং কেহ তাহার রক্ষার্থে নিকটে না যাওয়াতে ব্যাঘ্র অনেক গোরুকে নষ্ট করিয়া শেষে রাখালকেও বধ করিল। রাখাল মরণ কালে খেদ করিয়া বলিতে লাগিল, হায় হায়

কৃষক লোকের সহিত পূর্ব্বে কেন প্রতারণা করিয়াছিলাম? যে সময়ে মিথ্যা ছলে কৃষকদিগকে ডাকিয়াছিলাম, সে সময়ে তাহারা আসিয়াছিল, কিন্তু এই ক্ষণে ব্যাঘ্র আমাকে বধ করিল, তথাপি কেহ আসিয়া রক্ষা করিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মিথ্যাবাদি ব্যক্তি কোন ক্রমে সত্য কথা কহিলেও কেহ প্রত্যয় করে না।

২৫। এক বক ও কাদাখোঁচা পক্ষী।

কোন জলাশয়ের নিকটে এক বক ও এক কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত, এবং উভয়ে বিলের মৎস্য ও কীট খাইত। পরে দৈবাৎ এক বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ঐ বিলের তাবৎ জল শুষ্ক হইলে কেবল কর্দ্দম মাত্র থাকিল। বকের জলহইতে মৎস্য ধরিয়া আহার করা অভ্যাস, কেবল কর্দ্দমেতে যাইতে না পারাতে আহারের ব্যাঘাতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া বক মৃতপায় হইল; কিন্তু কাদাখোঁচা পক্ষির

পঙ্কের মধ্যহইতে মৎস্য উদ্ধারণের শক্তি
পযুক্ত যথেষ্ট মৎস্য খাইয়া পরম সুখে পুতি
দিন নৃত্য করে। পরে বক অতি ধূর্ত্ত, আর
উপায়ান্তর না দেখিয়া কাদাখোঁচা পক্ষিকে
কহিল, ওহে ভাগ্যবান্, তুমি এবং আমি এ
দুই ব্যক্তিতে বহু কালাবধি এই স্থানে বাস
করি, এবং এক ব্যবসায়ও করি, কিন্তু পরস্পর
আমাদিগের আলাপ ও ব্যবহার ও হৃদ্যতা
নাই, এ তো অনুচিত; অতএব আমার অভি-
প্রায় হয় তোমার সহিত বন্ধুতা করি। ইহা-
তে কাদাখোঁচা পক্ষী বকের ধূর্ত্ততা না জা-
নিয়া স্বীকার করিল; পরে পরস্পর বন্ধুতা
নিরূপণ করিল। কিছু দিন পরে বক কহিল,
ওহে বন্ধো, বিলের জল শুষ্ক হওয়াতে মৎস্য
আহরণ করিতে না পারিয়া অনাহারে আমি
অতি ক্লিষ্ট হইয়াছি, অতএব যদি তুমি এতা-
দৃশ সময়ে কিঞ্চিৎ আহার দেও, তবে আমি
রক্ষা পাই এবং তোমার অনুচর হইয়া থাকি;

লাগিলে বালক কহিল, ওহে, প্রথমতঃ আমাকে বাঁচাও, পশ্চাৎ ভৎর্সনা করিও।

ইহার তাৎপর্য্য এই। তোমার কোন আত্মীয় আপদে পড়িলে তাহাকে সে আপদহইতে আগে মুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ভৎর্সনা করা উপযুক্ত।

১৭। কুকুর ও খেঁকশিয়ালী।

কোন সময়ে এক কুকুর কোন স্থানে এক খান বাঘের চর্ম্ম দেখিয়া নিকটে গিয়া দন্তদ্বারা কাটিতে লাগিল। পরে এক খেঁকশিয়ালী ইহা দেখিয়া কুকুরকে কহিল, যদি এ ব্যাঘ্র সজীব থাকিত তবে তোমার দন্ত হইতেও তাহার হাতের নখ বড় দেখিতে পাইতা।

ইহার তাৎপর্য্য এই। শক্তিমান ব্যক্তির বিপদকালে তাহাকে আক্রমণ করাতে ক্ষুদ্রের বীরত্ব প্রকাশ হয় না।

১৮। উদর ও অঙ্গ।

উদর ও অঙ্গ এই দুইয়ের মধ্যে শরীরের বহন ও রক্ষার বিষয়ে বিবাদ হইলে অঙ্গ

কহিল, আমি আপন শক্তিদ্বারা শরীরকে বহন করি। কিন্তু উদর উত্তর করিল, যদি আমি কিছু আহার না করি, তবে তুমি কিছু বহিতে পার না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। কোন কেহ কাহাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিবে না, কেননা সকলেই পরস্পর উপকৃত হইতে পারে।

১৯। সূর্য্য ও পবন।

সূর্য্য ও পবনেতে এই পণ হইল, আইস দেখি আমাদিগের মধ্যে কে মনুষ্যকে বস্ত্র ত্যাগ করাইতে পারে। তাহাতে বায়ু অতিশয় বেগে বহিতে লাগিলে মনুষ্য তাহাহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আপন বস্ত্র শরীরে জড়াইল। পরে মেঘ সকল উড়িয়া গেলে সূর্য্যের তেজঃ পুচণ্ডরূপে উদিত হইল; তাহাতে মনুষ্য অত্যন্ত গ্রীষ্ম পযুক্ত আপন বস্ত্র বোঝা জ্ঞান করিয়া শরীরহইতে খুলিয়া ফেলিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। চঞ্চল বলবানহইতেও সুস্থির ব্যক্তির অভিপ্রায় অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

২০। দুই ককুড়া।

দুই কুকুড়া কোন দ্রব্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলে একটা জয়ী হইল, আর একটা অন্য স্থানে পলাইয়া গেল। পরে যে জিনিয়াছিল সে এক বড় উচ্চ পালার উপরে বসিয়া আহ্লাদে পাখা ঝট্‌কাইতে ও ডাকিতে ও অহঙ্কার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক কুকুর তাহাকে দেখিয়া ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা পায়।

২১। কএক নেকড়িয়া বাঘ।

কএক নেকড়িয়া বাঘ এক গর্ত্তে গোচর্ম্ম দেখিয়া তাহা খাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ ছিল, আর চামড়াও ধারের নিকটে ছিল না। তাহাতে তাহারা ঐক্য হইয়া এই পরামর্শ করিল, আইস আমরা সকলে আগে সমস্ত জল পান করিয়া গর্ত্ত শুষ্ক করি, পরে চর্ম্ম লইয়া খাইব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা

উদর পূর্ণ হওন পর্য্যন্ত জল খাইল; কিন্তু অধিক জল পান করাতে সকলে পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল; সুতরাং চামড়া খাইতে পাইল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শ নিষ্ফল।

২২। খেঁকশিয়ালী ও হাড়গিলা।

খেঁকশিয়ালী যদ্যপিও কৌতুকাপেক্ষা প্রায় চাতুরীতেই অধিক রত, তথাপি এক বার ইহা দৃঢ় মনস্থ করিল, আমি আপন পুতিবাসি হাড়গিলার সহিত পরিহাস করিব। অতএব বড় আড়ম্বর করিয়া তাহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। পরে সে নানা পকার ঝোল চৌড়া অথচ চেটকা থালাতে রাখিলে হাড়গিলা ভোজনস্থানে আসিয়া কেবল ঠোঁটের অগ্রভাগ ডুবাইতে পারিল, কিন্তু কৃতসাধ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে খেঁকশিয়ালী অতি শীঘ্র চাটিয়া

খাইতেছিল, আর খাও না, খাও না এই কথা বলিয়া আপন নিমন্ত্রিত হাড়গিলাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার এ সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য তোমাকে কেমন লাগে? কিন্তু খেঁকশিয়ালী কেবল রহস্য করিতেছে, হাড়গিলা ইহা বুঝিয়া তাহার কথায় কিছু মনোযোগ করিল না, বরং কহিল, তোমার সমস্ত খাদ্য সামগ্রী আমাকে বড় ভাল লাগিল। পরে বিদায় কালে হাড়গিলা খেঁকশিয়ালীকে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার জন্যে এমন দৃঢ় করিয়া ধরিল, যে সে কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারিল না।

পরে সেই নিয়মিত দিনে খেঁকশিয়ালী আপন কথা ক্রমে তাহার বাটীতে গেলে পর যখন খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত হইল, তখন সে আপনার বড় লঘুতা দেখিল; কারণ হাড়গিলা সরু অথচ গলালম্বা এমন ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল খাদ্য সামগ্রীর স্বাদগ্রহণ করিতে তাহার সাধ্য ছিল না,

ইহাতে কেবল বুভুক্ষু হইয়া রহিল; কিন্তু হাড়গিলা আপন লম্বা ঠোঁট ঘটের মধ্যে দিয়া উদর পরিপূর্ণ করিল। পরে খেঁকশিয়ালী এক চামসের উপর পীঠে যে কিছু ঝোল পড়িয়াছিল তাহা বড়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক চাটিতে লাগিল। এই কালে হাড়গিলা তাহার দিগে ফিরিয়া চাহিয়া মুখ মুচকিয়া কহিল, তোমার ক্ষুধা বিলক্ষণ আছে ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমি যেমন সে দিবস তোমার নিমন্ত্রণে খাইয়াছি, তুমিও তেমনি প্রসন্ন হইয়া খাও, এই আমার বাসনা। খেঁকশিয়ালী এই কথা শুনিয়া মাথা হেঁট করিল এবং বড় অসন্তুষ্ট হইল; ইহাতে হাড়গিলা কহিল, এ বিষয়ে বিরক্ত হইও না; কেননা যাহারা রহস্য সহিতে না পারে, তাহাদিগের কাহারও সহিত পরিহাস করা উচিত নহে।

ইহার তাৎপর্য্য এই। কাহারও সহিত কৌতুক করিতে গেলে সে ফিরে গদ্য করিলে তাহা আমরা সহিতে পারিব কি না, তাহা পূর্ব্বেই আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

২৩। বালকগণ ও বেঙ্গদিগের কথা।

এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল। তাহার ধারে কতকগুলিন বালক হঠাৎ থাপরা খেলা খেলিতে লাগিল, আর জলে একজাই থাপরা বৃষ্টি করিল; ইহাতে ক্ষীণ ও ভীত বেঙ্গদের বড় দুঃখ হইল। শেষে সকল-হইতে সাহসি এক বেঙ্গ বিলহইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, হে প্রিয় বালকেরা, তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর সভাব শিক্ষহ? তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, এ তোমাদিগের খেলা বটে, কিন্তু আমাদিগের মৃত্যু।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অন্যের কুশল ও সুখ বিনাশেতে আমাদিগের যে আহ্লাদ করা তাহা অতি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা।

২৪। এক গোরক্ষক ও কৃষক লোক।

কোন মাঠের মধ্যে এক রাখাল গোচারণ করিতে করিতে কখন কখন পরিহাসক্রমে

মিথ্যা চীৎকার শব্দ করিয়া কহিত, হে কৃষক লোক, আমার গোরুর মধ্যে একটা ব্যাঘ্র আসিয়াছে, তোমরা আসিয়া রক্ষা কর; তাহাতে চাসা লোক রাখালের এই শব্দ শুনিয়া লগুড় ও আর আর অস্ত্র লইয়া ব্যাঘ্র মারিতে যাইয়া বাঘ নাই, রাখাল পুতারণা করিতেছে, ইহা দেখিত। এই রূপ রাখালের মিথ্যা পরিহাসে কৃষক লোক অপস্তুত ও পরাঙ্মুখ হইয়া যাইত। পরে এক দিন বাস্তবিক একটা ব্যাঘ্র গোরুর পালের মধ্যে আইল; ইহাতে রাখাল পূর্ব্বমত উচ্চৈঃস্বরে কৃষক লোককে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কৃষকেরা বিবেচনা করিল, রাখাল আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, সুতরাং কেহ তাহার রক্ষার্থে নিকটে না যাওয়াতে ব্যাঘ্র অনেক গোরুকে নষ্ট করিয়া শেষে রাখালকেও বধ করিল। রাখাল মরণ কালে খেদ করিয়া বলিতে লাগিল, হায় হায়

কৃষক লোকের সহিত পূর্ব্বে কেন প্রতারণা করিয়াছিলাম? যে সময়ে মিথ্যা ছলে কৃষকদিগকে ডাকিয়াছিলাম, সে সময়ে তাহারা আসিয়াছিল, কিন্তু এই ক্ষণে ব্যাঘ্র আমাকে বধ করিল, তথাপি কেহ আসিয়া রক্ষা করিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মিথ্যাবাদি ব্যক্তি কোন ক্রমে সত্য কথা কহিলেও কেহ প্রত্যয় করে না।

২৫। এক বক ও কাদাখোঁচা পক্ষী।

কোন জলাশয়ের নিকটে এক বক ও এক কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত, এবং উভয়ে বিলের মৎস্য ও কীট খাইত। পরে দৈবাৎ এক বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ঐ বিলের তাবৎ জল শুষ্ক হইলে কেবল কর্দ্দম মাত্র থাকিল। বকের জলহইতে মৎস্য ধরিয়া আহার করা অভ্যাস, কেবল কর্দ্দমেতে যাইতে না পারাতে আহারের ব্যাঘাতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া বক মৃতপায় হইল; কিন্তু কাদাখোঁচা পক্ষির

পঙ্কের মধ্যহইতে মৎস্য উদ্ধারণের শক্তি পুযুক্ত যথেষ্ট মৎস্য খাইয়া পরম সুখে পুতি দিন নৃত্য করে। পরে বক অতি ধূর্ত্ত, আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কাদাখোঁচা পক্ষিকে কহিল, ওহে ভাগ্যবান্, তুমি এবং আমি এ দুই ব্যক্তিতে বহু কালাবধি এই স্থানে বাস করি, এবং এক ব্যবসায়ও করি, কিন্তু পরস্পর আমাদিগের আলাপ ও ব্যবহার ও হৃদ্যতা নাই, এ তো অনুচিত; অতএব আমার অভিপ্রায় হয় তোমার সহিত বন্ধুতা করি। ইহাতে কাদাখোঁচা পক্ষী বকের ধূর্ত্ততা না জানিয়া স্বীকার করিল; পরে পরস্পর বন্ধুতা নিরূপণ করিল। কিছু দিন পরে বক কহিল, ওহে বন্ধো, বিলের জল শুষ্ক হওয়াতে মৎস্য আহরণ করিতে না পারিয়া অনাহারে আমি অতি ক্লিষ্ট হইয়াছি, অতএব যদি তুমি এতাদৃশ সময়ে কিঞ্চিৎ আহার দেও, তবে আমি রক্ষা পাই এবং তোমার অনুচর হইয়া থাকি;

পরে তোমারও বিপদকালে আমি উপকার করিব; কিন্তু সম্প্রতি তোমার উপকার করণের যোগ্যতা আছে। সর্ব্বদা পরোপকার করাই আমাদের কর্ত্তব্য হয়, যেহেতুক পরোপকার হইতে অধিক পুণ্য আর নাই; এবং কাতর ব্যক্তির উপকার অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতুক অরোগি ব্যক্তির ঔষধদ্বারা উপকার করণ নিরর্থক, কিন্তু রোগি ব্যক্তির উপকার সার্থক বটে। অতএব সম্প্রতি আমি অনাহারে ক্লেশ পাইতেছি, তুমি আহার দিয়া আমার ক্লেশ দূর কর। কাদাখোঁচা পক্ষী অতি দয়াশীল পযুক্ত বকের এই রূপ আরোপিত সরলতা ব্যবহারে দোষানুসন্ধান না করিয়া আশ্রিত জানিয়া বককে প্রতিপালন করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে মহাবৃষ্টি হওয়াতে বিল পরিপূর্ণ হইল, তাহাতে বক জলহইতে মৎস্য ধরিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইল; আর কাদাখোঁচা অধিক জল পযুক্ত কিছুই না পাইয়া মনে মনে

কহিল, যে বকের উপকার করিয়াছি, সে আমার উপকার অবশ্য করিবে। কিন্তু বকের প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক, বরং সে সর্ব্বদা কাদাখোঁচার দোষানুসন্ধান করিতে লাগিল; তাহাতে অন্য কোন দোষ না পাইয়া কহিল, ওহে কাদাখোঁচা, তোমার অনর্থক নৃত্য আমার সহ্য হয় না, অতএব তোমার নিমিত্তে আমি এ স্থান ত্যাগ করিলাম। ইহা বলিয়া সে অন্য বিলে উড়িয়া গেল। ইহাতে কাদাখোঁচা অনাহারে মরিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। শঠ এবং অসদ্ ব্যক্তি আপন দুঃসময়ে অন্যের নিকট নানাবিধ প্রীতিজনক বাক্যদ্বারা, ও কল্পিত সরলতা ব্যবহারদ্বারা, কেবল আপন কার্য্যোদ্ধার করণ নিমিত্তে আত্মীয়তা করে। পরে কার্য্যোদ্ধার হইলে, প্রত্যুপকার দূরে থাকুক, মিথ্যা কোন দোষ দিয়া ত্যাগ করে।

২৬। এক কুকুর ও ষাঁড়।

একটা কুকুর এক ঘাসের গাদার উপর শয়ন করিয়া থাকিত; পরে এক ষাঁড় ক্ষুধিত হইয়া ঐ ঘাস খাইবার নিমিত্তে আইল; তা-

হাতে ককুর বাঁড়কে দেখিয়া অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাড়াইয়া দিল। ইহাতে ষাঁড় কুকুরের ভয় পযুক্ত ঘাস খাইতে না পারিয়া কহিল, ওহে হিংসক, তুমি এ ঘাস আপনি আহার করিবা না, এবং অন্যকেও খাইতে দিবা না; ভাল, এই হিংসাতেই তোমার নাশ হইবে; এই কথা কহিয়া ষাঁড় গেল। পরে ঐ কুকুর ঘাস রক্ষা করিতে অনাহারী থাকিয়া মরিয়া গেল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। দ্বেষ হিংসা ক্রোধ অগ্নির ন্যায়; অতএব এই সকল যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহাকেই প্রথমতঃ নষ্ট করে, অতএব এই তিনহইতে সাবধান হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

২৭। এক কৃষক ও এক কৃষ্ণসর্প।

এক চাসা শীতকালে অতি পুত্যূষে কোন নদীর তীর দিয়া যাইতে যাইতে শিশিরে ও পঙ্কে আবৃত পযুক্ত মৃতবৎ এক সর্পকে দেখিল, এবং সদয় হইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক ঐ সর্পকে বাটীতে আনিয়া অগ্নির উত্তাপ দিয়া বাঁচাইল,

ও প্রতিদিন দুগ্ধ কলা ইত্যাদি আহার দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। আর চাসার যে এক পুত্র ছিল, তাহার ঐ সর্পের সহিত সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করা প্রযুক্ত অতি প্রণয় হইল। সর্প এই রূপে চাসার গৃহেতে কাল-ক্ষেপণ করে। পরে এক দিন কোন কারণে কৃষকপুত্র সর্পকে দণ্ডাঘাত করিল, তাহাতে সর্প সজাতীয় ধর্ম্মানুসারে তাহাকে দংশন করিবামাত্র সে মরিয়া গেল। অনন্তর সর্পের দংশনে পুত্র মরিয়াছে, কৃষক আসিয়া যখন ইহা দেখিল, তখন সর্পকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, ওরে পাপিষ্ঠ, তোমাকে মৃতাবস্থাহইতে বাঁচাইয়া প্রতিপালন করিলাম, তাহার কি এই ফল? ইহা শুনিয়া সর্প কহিল, আমার জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি; আমার উপকার করিয়া তুমি অকার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমার দোষে তোমার অনুপকার হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই। হিংসুক ব্যক্তির উপকার করিলে অপকার হয়।

২৮। এক কাংশ্যবণিক্ ও দুই চোর।

দুই চোর এক কাঁশারির দোকানে বাসন ক্রয় করিতে গিয়া দেখিল, কাঁশারি অন্য অন্য ক্রেতা লোকের সহিত ব্যস্ত আছে, ইত্যবসরে এক জন চোর একটি ঘটী চুরি করিয়া আপন সঙ্গি চোরের হস্তে দিলে, সে আপন পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। পরে অন্য অন্য খরিদদার গেলে কাঁশারি দেখিল যে একটি ঘটী নাই, তৎক্ষণাৎ ঐ দুই জনকে চোর বলিয়া ধরিল। তাহাতে ঐ দুই চোর শপথ করিয়া অস্বীকার করিল। যে চুরি করিয়াছিল সে কহিল, ঘটী আমার স্থানে নাই; আর যে ব্যক্তি লুকাইয়া রাখিয়াছিল সে বলিল, আমি লই নাই। ইহাতে কাঁশারি চোরকে নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিয়া কহিল, ভাল,

তোমরা চুরি অস্বীকার করিলা, কিন্তু অবশ্যই তোমাদিগের মধ্যে এক জন চুরি করিয়াছে। সে যে হউক, আমাকে ছাপাইলা, কিন্তু যে পরমেশ্বরের শপথ করিলা, তাহার কাছে কখনও লুকাইতে পারিবা না; কেননা তিনি সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী ইহা জানেন, অতএব ইহার উচিত শাস্তি দিবেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই। চুরি ও মহাপাতক করিলে প্রায়ই ধরা পড়ে। যদ্যপি মনুষ্যহইতে উত্তীর্ণ হয়, তথাপি পরমেশ্বরহইতে কদাচ উত্তীর্ণ হয় না, তিনি তাহার প্রতিফল অবশ্যই দেন, যে-হেতুক তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ; অতএব চুরি করা মনুষ্যের কখন উচিত নয়।

২৯। এক শীকারী ও শৃগাল।

এক শীকারী কোন বনে মৃগয়াতে যাইয়া একটা বহৎ শূকর ও এক মৃগকে মারিল। পরে ঐ দুইয়ের বহদ্ভার পৃষ্ঠে লইয়া আসিতে আসিতে দিনাবসান হইল; শীকারী লোভ প্রযুক্ত শূকর ও মৃগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারিয়া এক আম্রবৃক্ষের তলে থাকিল। সে স্থানে

এক কালসর্প থাকিত, ঐ বৃক্ষের যে যে আম্র পরিপক্ব হইত, তাহা সকল খাইত; কিন্তু শীকারিকে দেখিয়া সর্প বিবেচনা করিল, এ ব্যক্তি প্রাতঃকাল হইলেই এ সকল আম্র লইয়া যাইবে, তাহাতে আমার আহারের ব্যাঘাত হইবে; অতএব যাহাতে আম্র না লইয়া যাইতে পারে এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; ইহা ভাবিয়া তাহাকে দংশন করিল। পরে শীকারী বিষজ্বালায় পীড়িত হইয়া ক্রোধ পূর্ব্বক এক বাণ ত্যাগ করিয়া সর্পকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল, এবং আপনিও প্রাণ ত্যাগ করিল। আর এক শৃগাল ঐ বৃক্ষের নিকটে থাকিত, সেখানে শীকারির আগমনে সে মনে মনে বিবেচনা করিতেছিল, যে রাত্রি হইল এ স্থানে শীকারী মাংস রন্ধন করিয়া খাইবে, তাহাতে আমাকেও অবশ্য কিছু দিবে; কিম্বা যদি সকল মাংসই আহার করে, তথাপি অস্থি গুলানও ফেলিয়া দিবে, তাহাও পাইব।

পরে সর্পের দংশনে শীকারির মৃত্যু, ও শীকারির বাণেতে সর্পের মৃত্য, ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষতলে আইল, এবং যথেষ্ট খাদ্য মাংস অনায়াসে পাইয়া অতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, এই মনুষ্যকে এক মাস সচ্ছন্দে খাইব, আর মৃগ শূকর এ দুয়েতে বহু আমার দুই মাস আহার হইবে, আর সর্পেতেও এক দিন বিলক্ষণরূপে ভোজন হইবে; কিন্তু অদ্য রাত্রি কালক্ষেপ কোন রূপে করিয়া কল্য অবধি অল্পে অল্পে খাইব। ইহা ভাবিতে ভাবিতে ঐ শীকারির ধনুক দেখিয়া বিবেচনা করিল, যে এ ধনুকের চর্ম্মনির্ম্মিত গুণ, ইহা খাইলেই এ রাত্রি যাইবে; ইহা ভাবিয়া দন্তদ্বারা ঐ ধনুকের গুণ স্পর্শ করিবামাত্র তাহা ছিঁড়িয়া ধনুকের হুল গলায় বিদ্ধ হইয়া শৃগালের মৃত্যু হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মনুষ্যের যাবতীয় আপদ প্রায় লোভ প্রযুক্তই হয়, আর অতি সঞ্চয় করিলে অতি ব্যাঘাত হয়; অতএব লোভ এবং অতি সঞ্চয় অকর্ত্তব্য।

৩০। এক ঘুঘু ও মৌমাছি।

এক মৌমাছি অতি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কোন নদীর জল পান করিতে গিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া নদীর বড় স্রোতঃপ্রযুক্ত সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিল। ইতোমধ্যে এক ঘুঘু পক্ষী মধুমক্ষিকাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া নদীর প্রান্ত-ভাগে যে এক বৃক্ষ ছিল, তাহার ডাল জলে নামাইয়া দিল, সেই ডাল অবলম্বন করিয়া মৌমাছি প্রাণরক্ষা পাইল। কিছু দিন পরে ঘুঘু এক ব্যাধের জালেতে পড়িল, এবং ব্যাধ ঐ জালদড়ি টানিতেছে, এমত সময়ে মৌমাছি দেখিল, নিজ রক্ষাকর্ত্তা ঘুঘু বিপদে পড়িয়াছে। অতএব ঘুঘুর রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ ব্যাধকে হুল্ ফুটাইল, তাহাতে ব্যাধ অতি পীড়িত হইয়া জালদড়ি ছাড়িয়া দিলে ঘুঘু বাঁচিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। পরের উপকার করা আপন মঙ্গলের উপায় সঞ্চয় করা। পৃথিবীতে সকলেই পরস্পর উপকার ও হানি করিতে পারে; অতএব ছোট বড় সকলের উচিত মতে উপকার করিতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে

যে সকল বঙ্গভাষার পুস্তক প্রস্তুত আছে, তাহার নাম ও মুল্য।

বঙ্গভাষার বর্ণলিপি	.. ..	৸১০
বঙ্গভাষার বর্ণমালা	.. ..	৵০
বর্ণমালা প্রথম ভাগ	.. ..	৵০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	.. ..	৵০
নীতিকথা ১ ভাগ	.. ..	৵০
ঐ ২ ভাগ	.. ..	৵০
ঐ ৩ ভাগ	.. ..	৵৫
হিতোপদেশ	.. ..	৷৷০
মনোরঞ্জন ইতিহাস	.. ..	৴১০
প্রাকৃত ভূগোল	.. ..	৸০
বীজ গণিত	.. ..	৷৷৵০
প্রাকৃত বিবেক	.. ..	৵০
জীবতত্ত্ব	.. ..	৸০
ক্ষেত্রতত্ত্ব	.. ..	১৲
ধাতুবিবেক	.. ..	৸৵০
ধারাপাত	.. ..	৷৷৫
স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক	.. ..	৵০
ভূমি পরিমাণ বিদ্যা	.. ..	৸৵০
সারসংগ্রহ	.. ..	৷৷৵০
উষ্ট্রের ইতিহাস	.. ..	৵০
হস্তির ইতিহাস	.. ..	৵০
সত্য ইতিহাস সার, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন লোকদের বিবরণ	.. ..	৸৵০

Digitized by Google

অদ্ভুত ইতিহাস (সিকন্দর শাহ)	।০
———— (জঙ্গিস্ খাঁ)	৵১০
———— (তৈমুর লঙ্গ)	।১০
———— (উইলিয়মটেল্)	।১০
আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্ক্রিয়া	৸১৫
রুসিয়া রাজ্যের মহামহিম পিতর	।৵০
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত্র	৵০
কীথ্ সাহেবের ব্যাকরণ	।০
রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ	।০
শ্রী বৃজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ	৸৵০
অভিধান	।০
হারল সাহেবের গণিত	।০
ভূগোল	।৵০
ভূগোল বৃত্তান্ত	১৲
গ্রীকদেশের ইতিহাস	২৲
ভারতবর্ষের ইতিহাস দুই বালম	৸০
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়	৸০
জ্যোতির্ব্বিদ্যা	৵০
অঙ্ক পুস্তক	।৵০
গণিত সার	৵০
জ্ঞানদীপিকা	৸০
বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত	৷৷৵০
পশ্বাবলি	

Digitized by Google

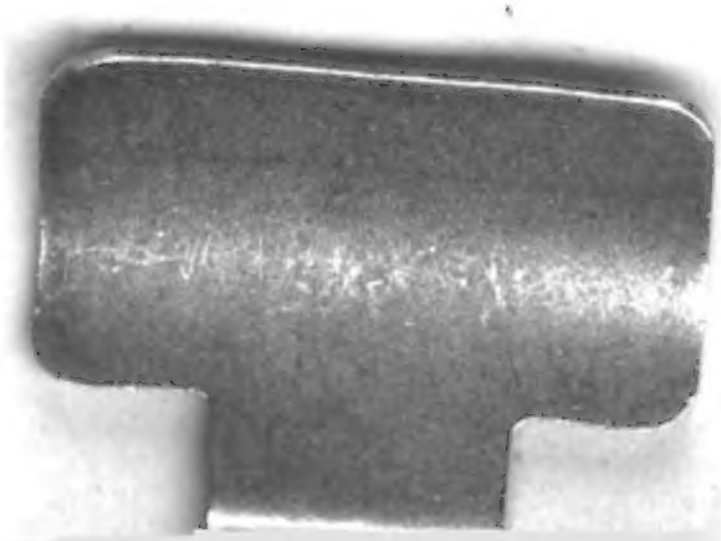

Digitized by Google

Vänji Kare or Gangusataroni